যে সকল হারামকে মানুষ তুচ্ছ মনে করে থাকে

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৩. গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করা

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে পশু যবেহ ও বলি দেওয়া শির্কে আকবর বা বড় শির্ক-এর অন্যতম। আল্লাহ বলেন,

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ٢﴾ [الكوثر: ٢]

“আপনার প্রভূর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং যবেহ করুন” [সূলা আল-কাওসার, আয়াত: ২]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ»

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবেহ করে তার ওপর আল্লাহর লা‘নত”।[1]

যবেহ-এর সঙ্গে জড়িত হারাম দু’প্রকার। যথা:

১. আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে যবেহ করা। যেমন, দেবতার কৃপা লাভের জন্য।

২. আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নাম নিয়ে যবেহ করা। উভয় প্রকার যবেহকৃত পশুর মাংস খাওয়া হরাম।জাহেলী আরবে জিনের উদ্দেশ্যে প্রাণী যবেহ-এর রেওয়াজ ছিল, যা আজও বিভিন্ন আঙ্গিকে কোনো কোনো মুসলিম দেশে চালু আছে। সে সময়ে কেউ বাড়ী ক্রয় করলে কিংবা তৈরি করলে অথবা কূপ খনন করলে তাদের ওপর জিন্নের উপদ্রব হতে পারে ভেবে পূর্বাহ্নেই তারা সেখানে বা দরজার চৌকাঠের উপরে প্রাণী যবেহ করত। এরূপ যবেহ সম্পূর্ণরূপে হারাম।

>

ফুটনোট

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৭৮; মিশকাত, হাদীস নং ৪০৭০।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=10031

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন